দৈনিক সংবাদ
দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN..9 .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

600

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চাকরিচ্যুত অধ্যাপকের আবেদন নাকচ করেছেন চ্যান্সেলর

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

নৈতিক স্খলনের দায়ে চাকরিচ্যুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুল আলমের আবেদন রাষ্ট্রপতিও নাকচ করে দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত এবং সঠিক বলে রায় দিয়েছেন।

অর্থের বিনিময়ে নম্বর বাড়িয়ে দেয়া, প্রশ্নপত্র ফাঁস, বাসায় ডেকে নিয়ে পরীক্ষার

আবেদন ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

আবেদন ঃ নাকচ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উত্তরপত্র দেখানোসহ নৈতিক স্খলনের জন্য দায়ী করে ৬ মাস আগে সিন্ডিকেট অধ্যাপক মাহবুবুল আলমকে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত দেয়। তার বিরুদ্ধে তদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই সিন্ডিকেট ঐ সিদ্ধান্ত নেয়। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের পর তিনি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন করেন। সেখানেও তার আবেদন নাকচ হয়। এরপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতির কাছে বিশেষ ক্ষমার আওতায় তাকে ক্ষমা করে দেয়ার আবেদন জানান; কিন্তু সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ, তদন্তের রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে অধ্যাপক মাহবুবুল আলমের আবেদন নাকচ করে দেন।

এছাড়া একই বিভাগের অপর এক অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের রায়কে পুনর্বহাল রাখার রায় দিয়েছেন আদালত।

গত '৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর নিউরিন ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ আলি তাসলিমকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। উপাচার্য ও সিলেকশন বোর্ডের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নাসরিন খন্দকার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে রিট করেন। গত ৪ ও ৫ই জানুয়ারি দু'দিন শুনানির পর গত ৭ই জানুয়ারি আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেয়া সিদ্ধান্তকেই পুনর্বহাল রাখার রায় দেয়া হয়। ডঃ নাসরিন খন্দকার এ অধ্যাপক পদের জন্য একজন প্রার্থী ছিলেন।